দ্বিভাষীর সমস্যা নিয়ে কিছু আলোচনা

স্কটল্যান্ড– একটি বহুভাষা ব্যবহৃত সমাজ (মানবগোষ্ঠী)

স্কটল্যান্ড একটি বহুভাষা ব্যবহৃত দেশ। এখানকার জনসংখ্যা ৫ মিলিয়নের উপর।সম্প্রতি জরিপের (সার্ভে) মাধ্যমে জানা গেছে যে, এখানে ১০৬ টি ভাষায় লোকে কথা বলে। আমরা জানি যে, বিভিন্ন ধরণের ভাষার উপস্থিতি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, আর্থিক সুযোগ-সুবিধা এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলে। এ প্রেক্ষাপটে আমরা কি বহুভাষা চর্চা এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য মেনে নিতে আগ্রহী এবং যথেষ্ট সংবেদনশীল ?

বর্তমান বিশ্বে এটা একটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা যে, জন্ম থেকে বাচ্চারা একসঙ্গে দুটো বা তারও বেশী ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়। কিন্তু ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে দ্বিভাষা এখন একটা নতুন বিস্ময়কর পরিস্থিতি। যার পরিণতি হিসাবে একটার বেশী ভাষার সংস্পর্শে বড় হওয়া বাচ্চাদের অনেক সময় আমরা অসাধারণ মনে করি। আবার বাচ্চার উন্নতির জন্য বিপদজনকও (ঝুঁকিপূর্ণ) মনে করে থাকি। এই কারণে দ্বিভাষাকে ঘিরে এখনও সবার মধ্যে কিছু ভুল ধারণা এবং নেতিবাচক (না-বোধক) মনোভাব রয়েছে। আমরা মনে করি যে, এ ভুল ধারণা বা নেতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি হয় সঠিক তথ্য ও পরামর্শ না পাওয়ার জন্য।

আমরা জনসাধারণকে সাহায্য করতে চাই এবং জানাতে চাই যে, দ্বিভাষা থেকে আমরা উপকৃত হতে পারি। আমরা সমস্ত পরিবার, শিক্ষাবিদ এবং পলিসি মেকারদের উৎসাহিত করে বিভিন্ন ভাষাভাষী বাচ্চাদের শিক্ষার উন্নতিকল্পে সাহায্য করতে চাই।

দ্বিভাষার উপকার

গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে যে, দ্বিভাষা বাচ্চাদের ভবিষ্যত জীবনের উন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করে এবং দ্বিভাষার মাধ্যমে তারা লাভবান হয়। বাচ্চারা যখন অন্য ভাষার সংস্পর্শে আসে তখন তারা সে ভাষার মানুষ, তাদের সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি সম্বন্ধে জানতে পারে। ফলে ভবিষ্যত জীবন সম্বন্ধে নিজেকে আরও উন্নয়ন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। দ্বিভাষী বাচ্চারা সবসময় একভাষী বাচ্চার তুলনায় কোন কাজ যত্নসহকারে করার চেষ্টা করে এবং একসঙ্গে অনেকগুলো কাজ মনোযোগ সহকারে করতে আগ্রহী হয়। অনেকে বেশ ভালো সাহিত্যপুষ্ঠ হয় বা বই পড়তে ভালোবাসে এবং এদের পক্ষে অন্য ভাষা শিখতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। দ্বিভাষা বাচ্চাদের দুটোর বেশী ভাষা শিখতে সাহায্য করে।

দ্বিভাষী সমস্যা – সংবাদপত্র এবং ওয়েব এর মাধ্যমে

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইড-এ একটি প্রবন্ধ TES মেট্রো এবং সান্ পত্রিকায় ছোট অনুচ্ছেদ প্রকাশ করা হয়েছে। একটি প্রবন্ধ লেখা হয়েছে স্কটসম্যান পত্রিকায়। আর একটি প্রবন্ধ ডেডলাইন-এ রয়েছে। একটি প্রবন্ধ হ্যারল্ড পত্রিকায় নতুনভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। মূলগতভাবে এটি ছাপানো হয় স্কটিশ চিলট-এর ওয়েব সাইডে- ৩০ শে জানুয়ারী ২০০৯। একটি প্রবন্ধ ছাপানো হয়েছে চিলড্রেন ইন স্কটল্যান্ড ম্যাগাজিনে। এই প্রবন্ধটি আগেও ২০০৯ সালের জানুয়ারী মাসে ছাপানো হয় (পৃঃ ১৪-১৫)।

আরো তথ্য এবং এই ম্যাগাজিন পাওয়ার জন্য http://www.childreninscotland.org.uk. ওয়েবসাইডে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

RSAস্কটল্যান্ড আমাদের Launch-কে বিশেষভাবে সমর্থন করেছিল। আমাদের Launch সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ (অনুচ্ছেদ) ছাপা হয় বা লেখা হয় হ্যারল্ড পত্রিকায়, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের eBulletin, দ্য জারনাল (এডিনবরায় বসবাসকারী ছাত্র-ছাত্রীদের পত্রিকা) থেকে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের news releases, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের Knowledge Transfer

Newsletter, College of Humanities and Social Sciences - এ ওয়েব পৃষ্ঠায় একটি পূর্ববর্তী প্রবন্ধ ছিল BBC online-এ।

আমাদের সম্পর্কে

কে আমরা? আমাদের পরিচয় ঃ

আমরা একদল গবেষক যারা এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করি। আমাদের গবেষণার বিষয়বস্তু হলো ঃ দ্বিভাষী বাচ্চা এবং বয়স্কদের কিভাবে ভাষার উন্নতি করা যায়।

আমরা কি করতে পারি?

আমরা গবেষকরা এবং দ্বিভাষী গোষ্ঠীর (দ্বিভাষী পরিবার, শিক্ষাবিদ এবং পলিসি মেকার) মধ্যে যে দূরত্ব আছে তা মেটানোর চেষ্টা করছি এবং এর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিভাষা-ভাষী বাচ্চাদের আরো বেশী সাহায্য করার বা উপকৃত করার চেষ্টা করছি।

কি ধরণের সাহায্য/সেবা আপনারা আমাদের কাছে থেকে পেতে পারেন?

আপনি কি একটি দ্বিভাষী বাড়ির সদস্য অথবা আপনি কি চান যে আপনার বাচ্চা দ্বিভাষী হিসেবে বড় হোক? কিন্তু আপনি জানেন না বা বুঝতে পারছেন না কিভাবে তা সম্ভব হবে? আপনি কি চিন্তিত যে দ্বিভাষা আপনার সন্তানের স্কুলের শিক্ষার উন্নতির জন্য বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে? আপনি কি জানতে চান কিভাবে দ্বিভাষী বাচ্চার মস্তিষ্ক (মন) কাজ করে?

যদি আপনি এসব বিষয়ে আরো বেশী তথ্য এবং পরামর্শ পেতে চান, তবে আপনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমাদের ওয়েবসাইড থেকে পরামর্শ গ্রহণ করুন অথবা আমাদের e-mail করুন info@bilingualism-matters.org.uk.

একটি কথা মনে রাখবেন যে, আমরা শুধু বিশেষভাবে দ্বিভাষীদের ভাষার উন্নতিকল্পে পরামর্শ দেই। শারীরিক বা মানসিকভাবে অসুস্থ কোন বাচ্চার ক্ষেত্রে কোন পরামর্শ দেই না। এ ব্যাপারে কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করা প্রয়োজন।

মাতা-পিতা, শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদদের জন্য বক্তব্য

দ্বিভাষা সম্পর্কে তথ্য ও পরামর্শ দেবার জন্য আমরা সবসময় তৈরী। কোন স্কুল, নার্সারী বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান যদি আমাদের ডাকে তাহলে আমরা সেখানে গিয়ে দ্বিভাষা সম্বন্ধে তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে থাকি।

পরামর্শ এবং তথ্যমূলক অধিবেশন (বৈঠক)

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য আমরা তথ্যমূলক এবং পরামর্শদায়ক অধিবেশনের আয়োজন করি। আমরা পলিসি মেকারদের সঙ্গে পরামর্শদাতারূপে যুক্ত হতে রাজী এবং স্কটিশ সমাজে দ্বিভাষী / বহুভাষীদের উন্নতিকল্পে যে রিপোর্ট (বিবরণ) তৈরী করা হবে তাতে সাহায্য করার জন্য আমরা প্রস্তুত।

সুদূর ভবিষ্যতের জন্য আমাদের কি কি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ দ্বিভাষী পরিবার এবং শিক্ষাবিদদের মধ্যে সঠিক তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করা।

সুদূর ভবিষ্যতে আমরা যা করতে চাই তা হল ঃ

(১) দ্বিভাষার মাধ্যমে কিভাবে লাভজনক হওয়া যায় এবং দ্বিভাষা সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করে দ্বিভাষী পরিবার ও শিক্ষাবিদ এবং পলিসি মেকারদের সচেতন করে গড়ে তোলা;

(২) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত যোগাযোগকারী চ্যানেলকে সঠিক তথ্য প্রদান করা এবং স্কটল্যান্ডের দ্বিভাষাকে সাহায্য করার জন্য উৎসাহিত করা;

(৩) স্কটল্যান্ডের জনসাধারণের মধ্যে দ্বিভাষাকে সঠিক, সুনিপুন এবং নির্দিষ্ট কর্মপন্থার মাধ্যমে শৈশব থেকে সচেতন করে গড়ে তোলা এবং

(৪) দ্বিভাষা সম্পর্কে যেসব জায়গায় বা পরিবেশে জ্ঞানের অভাব রয়েছে তা গবেষণার মাধ্যমে শনাক্ত করে সঠিক তথ্য দিয়ে দ্বিভাষীদের সাহায্য করা ।

FAQ

এখন যে তথ্য ও পরামর্শগুলো দেওয়া হচ্ছে সেটা প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল একটি ছোট পুস্তিকায় - অ্যানটোনেলা সোরাস (Antonella Sorace) এবং বব ল্যাড (Bob Ladd) মিলে এই পুস্তিকাটি লিখেছিলেন যার নাম হল রেইজিং ব্যাইল্যাঙ্গুয়াল চিল্ড্রেন (Raising Billingual Children)। ২০০৪ সালের মে মাসে এই পুস্তিকা দ্য লিঙ্গুয়াস্টিক সোসাইটি অফ আমেরিকার (The Linguistic Society of America) তরফ থেকে প্রকাশ করা হয়। সোসাইটির অনুমতি নিয়ে আমরা এই তথ্য প্রকাশ করছি। আপনারা যদি আরো বেশী তথ্য জানতে চান তবে যোগাযোগ করতে পারেন সোসাইটির ওয়েবসাইডে http://www.Isadc.org. অথবা e-mail (ই-মেইল) করতে পারেন Isa@Isadc.org

Source, A. and ladd, D. R. 2004 Raising bilingual Children.

বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন বেইজিং ব্যাইল্যাঙ্গুয়াল চিল্ড্রেন বই থেকে নেওয়া হয়েছেঃ

** কেন দ্বিভাষী বাচ্চা চাই?

** বাচ্চরা তাদের চারপাশে দুধরণের ভাষায় কথা বলতে শুনতে পেলে হতবুদ্ধি (বিভ্রান্ত) হয়ে যায় না তো?

** দ্বিভাষী বাচ্চারা কখনো তাদের ভাষা মিশিয়ে ফেলে না তো?

** তাহলে কিভাবে আমরা আমাদের বাচ্চাদের দুটো ভাষা শেখাবো?

** আপনারা কি সত্যিই মনে করেন যে, ছেলেবেলা বা শৈশব থেকে যদি বাচ্চারা দুটো ভাষার মধ্যে বড় হয় তাহলে তারা দুটো ভাষাই শিখতে পারে।

** একক পরিবারের একটি ভাষায় কথা বলা বাচ্চাদের কি কি অসুবিধা হতে পারে?

** ভাইবোনদের ব্যাপারে কি অসুবিধা হতে পারে?

** আমার বাচ্চরা প্রথমে বাড়িতে আমাদের ভাষায় কথা বলতো, এখন সবাই বিদ্যালয়ে (স্কুলে) যাচ্ছে এবং ইংরেজীর সঙ্গে ভাষা মিশিয়ে ফেলছে। আমি এখন কি করবো? অতিরিক্ত বা প্রচুর পড়াশুনা করা প্রয়োজন কি?

<u>কেন দ্বিভাষী বাচ্চা চাই?</u>

অনেকগুলো কারণ আছে, কিন্তু দুটো সাধারণ কারণ হলো ঃ

(১) মা-বাবা (মাতা-পিতা) দুজনে দুরকম ভাষায় কথা বলেন। যেমন– আমেরিকান মা এবং টার্কিশ বাবা।

(২) মা-বাবা একই ভাষায় কথা বলেন, কিন্তু তারা বাস করেন এমন একটি পরিবেশে বা সমাজে যেখানে সবাই অন্য ভাষায় কথা বলে। যেমন– কোরিয়ান মা-বাবা বাস করে বৃটেনে।

প্রথম ঘটনার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে- মা-বাবা দুজনে বাচ্চাদের সঙ্গে নিজেদের ভাষায় কথা বলতে সক্ষম। এটি একটি দ্বিভাষী পরিবারের উদাহরণ।

দ্বিতীয় ঘটনায় দেখা যাচ্ছে - মা-বাবা বাড়ির মধ্যে তাদের নিজেদের ভাষায় কথা বলছে, কিন্তু যখনই বাচ্চারা বাইরে যাচ্ছে তখন তাদের অন্য ভাষা ব্যবহার করতে হচ্ছে। আর এটাই হচ্ছে দ্বিভাষী পরিস্থিতি।

আমাদের নিজস্ব পরিস্থিতি হচ্ছে- যে বাড়িতে ইটালিয়ান এবং ইংরেজী ভাষায় কথা বলা মা-বাবা থাকেন সেখানে শুধু ইংরেজী ভাষায় কথা বলতে শেখানো হয়।

এসব ঘটনার উপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের দ্বিভাষী বাচ্চাদের শিক্ষিত করে তুলতে পারি।

বাচ্চারা তাদের চারপাশে দুধরণের ভাষায় কথা বলতে শুনলে বিভ্রান্ত হয়ে যায় না তো?

ছোট উত্তর হল - না। বাচ্চারা অবিশ্বাস্যভাবে অনুভবনশীল হয় যখন তারা তাদের চারপাশে বিভিন্ন ভাষায় লোকদের কথা বলতে শুনে। বাচ্চারা যখন শুধুমাত্র একটি ভাষায় কথা বলতে শুনে তখনও তারা বুঝতে পারে যে, পুরুষ ও মহিলারা আলাদাভাবে কথা বলেন। মার্জিত ও অমার্জিতভাবে, ভদ্র ও অভদ্রভাবে, হাসিমুখে ও রাগান্বিত হয়ে কথা বললেও বাচ্চারা সহজেই বুঝতে পারে। বাচ্চাদের কাছে দ্বিভাষার পরিস্থিতি অনেকটা বিভিন্ন ধরণের লোকের উপস্থিতির মতো।

৫০ বৎসর আগে উত্তর আমেরিকায় বসবাসের জন্য আগত বিদেশীদের শিক্ষাবিদরা বোঝাতেন যে, বাচ্চাদের সঙ্গে সবসময় ইংরেজীতে কথা বললে তাদের শিক্ষার সুবিধা হবে এবং বিদ্যালয়ে (স্কুলে) ভালোভাবে পড়াশুনা করতে পারবে। এ ব্যাপারে কিছু গবেষক মনে করেন যে, শৈশবে বাচ্চারা যদি দুরকম ভাষার সংস্পর্শে আসে তাহলে তাদের ভবিষ্যত জীবনে অসুবিধা হতে পারে। নতুন গবেষকরা মনে করেন যে, এটা সত্যি নয়। দ্বিভাষী পরিবেশে বাচ্চাদের কোন অসুবিধা হয় না। বরং এই পরিবেশে তাদের অনেক সুযোগ-সুবিধা হয় এবং তারা একটার বেশী ভাষা শিখতে পারে। তাদের চিন্তাশক্তি অনেক নমণীয় হয়। গবেষকরা প্রথমদিকের যে অসুবিধার কথা বলেছিলেন, তা হলো - অর্থনৈতিক অসুবিধা। কারণ বসবাস করার জন্য আগত বিদেশী বা অভিবাসীদের ইংরেজীতে কথা বললে তাদের কাজকর্ম করার সুবিধা হতো।

এক ভাষায় কথা বলা বাচ্চাদের তুলনায় দ্বিভাষী বাচ্চাদের ভাষার উন্নতি একটু ধীর গতিতে হয়। আমাদের বড় হওয়া বাচ্চারা এখনও এইভাবে কথা বলে। যেমন- তুমি কোথায়? আসলে ওর বলা উচিত - কোথায় তুমি? আমাদের বাচ্চাদের তখন সাড়ে চার বৎসর বয়স, কিন্তু স্বাভাবিক একভাষী ইংরেজী জানা বাচ্চা এই কথাটি তিন বা চার বৎসর বয়সে বলে। আমাদের দ্বিভাষী বাচ্চারা একটু বেশী সময় নেয়।

দ্বিভাষী বাচ্চারা কি কখনো তাদের ভাষা মিশিয়ে ফেলে না?

বয়স্ক দ্বিভাষীদের মতো দ্বিভাষী বাচ্চারাও যখন একটা ভাষায় কথা বলে তখন তারা অন্য ভাষাও মাঝে মাঝে ব্যবহার করে ফেলে। একে ভাষার রদবদল বলা হয়। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, তারা বুঝতে পারছে না যে তারা কোন ভাষায় কথা বলছে। আমাদের ইটালিয়ান ও ইংরেজী ভাষা মেশানো বাড়িতে অনেক খাবারের নাম আমরা ইটালিয়ান ভাষায় বলি এবং সেই ইটালিয়ান নামগুলো আমরা যখন ইংরেজীতে বলি তখনও ব্যবহার করি। যদিও এই খাবারের নামগুলো ইংরেজীতেও আছে। আমরা চিকেনকে (মুরগী) বলি পোলো আর সসকে (ঝোল) বলি সুগো। দ্বিভাষী বাচ্চারা খুব সচেতনভাবে একভাষী বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলে এবং সেইসব ভাষা ব্যবহার করে যাতে একভাষী বাচ্চাদের বুঝতে সুবিধা হয়।

তাহলে কিভাবে আমরা আমাদের বাচ্চাদের দুরকম ভাষা শেখাতে শুরু করব?

একটা কথা সবসময় মনে রাখবেন যে, মা-বাবা বাচ্চাদের সত্যিকারের কথা বলতে শেখায় না, যেমন করে তারা তাদের হাঁটতে ও হাসতে শেখায়। সবচেয়ে বড় কথা হলো যে বাচ্চাদের ভাষার উন্নতি হবে যখন তারা বিভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে আসবে। যদি জন্ম থেকে বাচ্চারা বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন ধরণের মানুষের সংস্পর্শে আসে তাহলে সহজেই তারা সেই ভাষার মাধ্যমে তাদের চারপাশের লোকেদের সঙ্গে কথার আদান-প্রদান করে এবং সহজেই বিভিন্ন ভাষা শিখে ফেলে। যদি জন্ম থেকে বাচ্চারা বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন ধরণের লোকের সঙ্গে থেকে দুরকম ভাষার সংস্পর্শে আসে তাহলে তারা সেই দুটি ভাষা শিখে নেবে তাদের ভাব প্রকাশ করার জন্য।

সত্যি কি আপনি মনে করেন যে জন্ম থেকে বাচ্চারা যদি দুরকম ভাষার সংস্পর্শে আসে তাহলে তারা দুটি ভাষা সহজেই শিখে নেবে?

অনেক বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দেন বা সুপারিশ করেন যে, মা-বাবার মধ্যে একজন এবং একভাষা পদ্ধতিই হলো দ্বিভাষী বাড়ির জন্য। এর উদ্দেশ্য হলো যে মা (মাম্মা, মতি) সবসময় তার নিজের ভাষায় বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং বাবা (পাপা, ভাতি) সবসময় নিজের ভাষায় বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলবেন। আর এই পদ্ধতিই হলো একটি সফল দ্বিভাষী বাড়ির মূল ভিত্তি। কিন্তু মাঝে মাঝে এই পদ্ধতিও ভুল প্রমানিত হয়।

মা-বাবার একজন এবং একভাষা পদ্ধতির কি কি অসুবিধা বা সমস্যা হতে পারে?

প্রথম সমস্যা হলো ভারসাম্য রক্ষা বা সমতা বজায় রাখা। মা-বাবার কাছে থেকে সমানভাবে এবং সবরকম পরিস্থিতিতে দুরকম ভাষাই বাচ্চাদের শোনার প্রয়োজন । বাচ্চারা তাদের মা-বাবার মধ্যে একজনের কাছে থেকে কম জরুরী ভাষা যদি না শোনে এবং সেই ভাষার সংস্পর্শে যদি বেশী না আসে তবে সেই ভাষা বাচ্চারা খুব কম শিখবে। এটা খুবই সত্যি যে মা-বাবা বেশী জরুরী ভাষাকে যেমন বুঝতে পারেন ঠিক তেমনি বাচ্চারা বুঝতে পারে যে কোন ভাষাটা কম গুরুত্বপূর্ণ। বাচ্চারা তখন বেশী জরুরী ভাষাকে কম জরুরী ভাষার থেকে বেশী গুরুত্ব দেয়। এই ঘটনার ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে অন্য কোথাও থেকে বাচ্চারা যেন এই ভাষার সংস্পর্শে আসে এবং এর গুরুত্ব বুঝতে পারে। একভাষী দাদু-দিদারা (পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহী) এই বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্যকারী হয়ে উঠতে পারেন। আপনি কি কোন তুতো ভাই-বোন বা ঠাকুরমা (দাদীমা) বা বেবিসিটারের ব্যবস্থা করতে পারেন, যে আপনার বাচ্চাকে দেখাশুনার সাথে সাথে আপনার ভাষায় তাদের সঙ্গে কথা বলবে? কোন কি ডে-কেয়ার বা প্লে গ্রুপকে আপনি জানেন যেখানে আপনার বাচ্চারা আপনাদের ভাষা শুনতে পারে? আপনি কি কোন গল্পের টেপস্ এবং ভিডিও পেতে পারেন যার মাধ্যমে আপনার বাচ্চারা ভাষা শিখতে পারে? এসব ব্যবস্থার মাধ্যমে আপনি আপনার বাচ্চার ভাষা শেখার ক্ষেত্রে একটি বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারবেন। শুধু শুধু টিভি দেখে ভাষা না শিখে লোকের সংস্পর্শে এসে ভাষা শিখলে তাদের ভাষার মধ্যে একটি বিরাট পরিবর্তন আসবে। আমাদের বাচ্চারা যখন ছোট ছিল তখন আমরাও এইভাবে বাড়িতে ইটালিয়ান পরিবেশ তৈরী করেছিলাম এবং তার ফলে ইংরেজী পরিবেশে মানুষ হয়েও তারা ইটালিয়ান ভাষা সম্বন্ধে যথেষ্ট জানতো এবং ঐ ভাষায় কথা বলতে পারতো।

অন্য আর একটি সমস্যা হচ্ছে, বাড়ির পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক রাখা। যদি বাচ্চারা বুঝতে পারে যে, তাদের জোর করে কোনকিছু করানো হচ্ছে বা শেখানো হচ্ছে যার জন্য তারা কোন সময় লজ্জিত বা হতবুদ্ধি হতে পারে তাহলে তারা বিরোধিতা করবে। পরিস্কারভাবে বলা যায় যে একটি ভাষা যদি আমরা কিছুদিন ব্যবহার করি এবং অন্য একটি ভাষা আবার কিছুদিন ব্যবহার করি তাহলে সমস্যা তৈরী হবে এবং বাচ্চাদের ভাষা শেখার ক্ষেত্রে কঠিন সমস্যা সৃষ্টি করবে যার ফলে এক ধরণের 'না' বোধক পরিবেশের সৃষ্টি হবে এবং বাচ্চারা ভাষা শিখতে অস্বীকার করবে।

এর পরের সমস্যাটি- হচ্ছে বহিস্কার করা বা বাদ দেওয়া। মা-বাবার মধ্যে যদি একজন অন্যজনের ভাষা না বলতে পারেন (যেমন আমাদের উদাহরণে– আমেরিকান মা টার্কিশ ভাষা বলতে বা বুঝতে পারেন না) তাহলে বাচ্চারা বুঝতে পারে যে যখনই তারা টার্কিশ ভাষায় বাবার সঙ্গে কথা বলবে বা কোন কিছু আলোচনা করবে তখন তারা তাঁদের মাকে সেই আলোচনা থেকে বাদ দেবে। এই ঘটনার ক্ষেত্রে বাচ্চারা সবসময় এমন ভাষায় কথা বলতে চেষ্টা করবে, যে ভাষা তাদের মা-বাবা দুজনেই বুঝতে পারেন।

আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, দ্বিভাষী বাড়ি তখনই সাফল্যপূর্ণ হবে যখনই মা-বাবা দুজনে দুজনার ভাষা বুঝতে এবং বলতে পারবেন। বাচ্চারা তখন বুঝতে পারবে যে, তারা যে ভাষায় কথা বলুক না কেন তাদের মা-বাবা তা বুঝতে পারছেন এবং বাড়ির কেউ কোন আলাপ-আলোচনা থেকে বাদ পড়ছেন না।